॥ হিন্দুস্তানী পদ্ধতির তালকে কর্ণাটী পদ্ধতিতে লিখিবার নিয়ম ॥

কর্ণাটী পদ্ধতিতে তালের প্রথম মাত্রায় কখনও খালি বা ফাঁক হয় না। হিন্দুস্তানী পদ্ধতির কোন তালকে কর্ণাটী পদ্ধতিতে লিখিতে হইলে তালের যে বিভাগে খালি আছে ঐ বিভাগের মাত্রা সংখ্যার সহিত পূর্ববর্তী তালির বিভাগের মাত্রা সংখ্যা জুড়িয়া দেওয়া হয়। যেমন হিন্দুস্তানী পদ্ধতির ঝাঁপতালের চারিটি বিভাগ আছে। চারিটি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা ও তালি, খালি নিম্নরূপ—

ধি না । ধি ধি না । তি না । ধি ধি না ।
×   ২   ০   ৩

দেখা যাইতেছে চারিটি বিভাগের মধ্যে তৃতীয় বিভাগে কেবল খালি বা ফাঁক আছে। অতএব তৃতীয় বিভাগের খালির দুই মাত্রার সহিত দ্বিতীয় বিভাগের তালির তিন মাত্রা জুড়িয়া দিলে দ্বিতীয় বিভাগটি পাঁচ মাত্রার হইয়া যাইবে এবং চারিটি বিভাগের পরিবর্তে বিভাগ সংখ্যা হইবে তিনটি। অতএব হিন্দুস্তানী পদ্ধতির ঝাঁপতালকে কর্ণাটী পদ্ধতিতে লিখিলে এইরূপ হইবে—

ধি না । ধি ধি না তি না । ধি ধি না ।
×   ২   ৩

২+৫+৩ =১০ মাত্রা ও চিহ্ন হইবে— 0 Y Ծ

তবে ইহাতে ঝাঁপতালের ছন্দবৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। আরও একভাবে এই তাললিপি করা যায়। এক্ষেত্রে হিন্দুস্তানী পদ্ধতির মতই ঝাঁপতালের চারিটি বিভাগ ২।৩।২।৩ মাত্রা হিসাবে থাকিবে। কর্ণাটী পদ্ধতিতে চিহ্ন দিয়া লিখিলে তাললিপি হইবে— 0 Ծ 0 Ծ অর্থাৎ দ্রুত + (দ্রুত+অনুদ্রুত) + দ্রুত + (দ্রুত+অনুদ্রুত)। কারণ দ্রুত অঙ্গ দুই মাত্রা ও অনুদ্রুত অঙ্গ একমাত্রা। কিন্তু এক্ষেত্রেও তালবিভাগ এবং বিভাগের মাত্রাসংখ্যা একই রকম থাকিলেও কর্ণাটী পদ্ধতিতে ফাঁক না থাকার জন্য ফাঁকের বিভাগটিকে তালি দিয়া দেখাইতে হয়। তাহাতে ঝাঁপতালে তিনটি তালি ও একটি খালির পরিবর্তে চারিটিই তালি হইয়া যায় ; সুতরাং এই পদ্ধতিতেও আপত্তি থাকিয়া যায়।

IND CamScanner App